দৈনিক সংবাদ

তারিখ 01 APR 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

নটরডেম কলেজ সম্পর্কিত চিঠির প্রতিবাদ

গত ২১-৩-৮৮ তারিখে দৈনিক সংবাদ-এ চিঠিপত্রের কলামে প্রকাশিত 'নটরডেম কলেজের কিছু প্রশ্ন' শীর্ষক পত্রটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। পত্রটি পড়ে নিশ্চুপ থাকতাম যদি পত্রলেখক কর্তৃক নটরডেম কলেজের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সত্য হতো।

নটরডেম কলেজ ১টি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অতবড় কলেজের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য কর্তৃপক্ষকে ছাত্রদের বেতন, ভর্তি ফরম বিক্রি লব্ধ টাকা ও ভর্তি ফির উপরে নির্ভর করতে হয়। এই সব খাত থেকে আদায়কৃত অর্থ দ্বারা কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের বেতন, বিদ্যুৎ বিল ও পানির বিল পরিশোধ করেন। কলেজের মাসিক বেতন বিজ্ঞান ও মানবিক শাখার জন্য যথাক্রমে ১০০'০০ টাকা ও ৮৫'০০ টাকা। এই কলেজের মাসিক বেতন অন্য সব বেসরকারী কলেজের চেয়ে সামান্য বেশী। কিন্তু এ কথা সত্য যে, অন্য প্রায় সব কলেজের শিক্ষার মান অনেক অনেক উন্নত ও অত্যাধুনিক।

পত্র লেখক অভিযোগ করেছেন যে, কলেজ কর্তৃপক্ষ উচ্চ মূল্যে ভর্তি ফরম বিক্রি করে থাকেন। এ অভিযোগটি সত্য নয়। সরকারী কলেজগুলো যদি তাদের ভর্তি ফরম ৪০'০০ টাকা করে বিক্রি করতে পারেন তবে নটরডেম কলেজ কর্তৃপক্ষ ৫০'০০ টাকা করে ভর্তী ফরম বিক্রি করলে তা কি খুব বেশী দোষণীয় হয়?

লেখকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগটি ছিল এই যে, কলেজ কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি ১৯৮৭ সনে ১ লাখ ২৩ হাজার টাকা বাজেট ঘাটতি হয়েছে এই অজুহাত দেখিয়ে ছাত্রদের কাছ থেকে এক রকম বেআইনীভাবে ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা আদায় করেছেন। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে বলতে হয় যে, কলেজ কর্তৃপক্ষ বাড়তি অর্থ আদায়ের জন্য যে নোটিশ প্রদান করেছিলেন তাতে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে, ১৯৮৭ সালে কলেজের ১ লাখ ২৩ হাজার টাকা বাজেট ঘাটতি হয়েছে এবং চলতি বছর অর্থাৎ ১৯৮৮ ইং সালে '৮৭ সালের চেয়ে বেশী ঘাটতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে বিধায় কলেজের সকল ছাত্রের কাছ থেকে গত বছরের ঘাটতি ও চলতি বছরের সাম্ভাব্য ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে এককালীন ১৫০,০০ টাকা নেয়া হবে। গত বছরের ঘাটতি অর্থ ও চলতি বছরের সাম্ভাব্য ঘাটতির সমষ্টি আদায়কৃত ৩,৩৩,০০০ টাকার অংককেও ছাড়িয়ে যাবে। যেহেতু এটি একটি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেহেতু কলেজের বাজেট ঘাটতির অর্থ ছাত্রদেরই পূরণ করতে হবে।

জসিম উদ্দিন "স্বদেশী"
নটরডেম কলেজ
একাদশ শ্রেণী
মানবিক শাখা,
ঢাকা।

ভর্তির জন্য নিয়মিত ও অনিয়মিত প্রার্থী

গত বছরের ন্যায় এ বছরও মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে এস, এস, সি কিংবা এইচ, এস, সিতে প্রাপ্ত নম্বরের কোন অংশ যোগ করা হয়নি। এছাড়া গত বছর যেমন অনিয়মিত ছাত্রদের বেলায় প্রাপ্ত নম্বর থেকে ২% নম্বর কাটার ব্যবস্থা ছিল, এ বছর সে ব্যবস্থাও নেই। এই কারণে এ বছর যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সুযোগ পেয়েছে তাদের মধ্যে প্রায় শতকর ৩৩-৪০ জন ছাত্র হবে অনিয়মিত। অনিয়মিত ছাত্রদের ভর্তির দুয়ার বন্ধ হয়ে যাক সেটা আমরা চাই না। কিন্তু এর ফলে নিয়মিত ছাত্ররা যেন অযৌক্তিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তা নিশ্চিত করা দরকার।

বোর্ডের পরীক্ষায় এবং ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্যে যে পড়াশুনার দরকার হয় তার মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। একজন অনিয়মিত পরীক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নিজেকে তৈরী করতে যে সময় পায় সেই সময় একজন নিয়মিত পরীক্ষার্থীর, প্রাপ্ত সময়ের চেয়ে এক বছর বেশী। তাছাড়া অনিয়মিত পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা পদ্ধতি এবং পরীক্ষা হলের পরিবেশ সম্পর্কে পূর্বেই অবহিত থাকে। ফলে সমমেধার অধিকারী হলেও নিয়মিত পরীক্ষার্থীর পক্ষে অনিয়মিত পরীক্ষার্থীর সঙ্গে টিকে থাকা সম্ভব হয় না। এছাড়া অনিয়মিতরা প্রত্যেকেই কোন না কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে থাকে। ফলে ঐ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিট খালি হয়ে যায়। বিপুল সংখ্যক ছাত্র যেখানে ভর্তির সুযোগ পায় না সেখানে সিট ফেলাটা সমর্থন করা যায় না। এছাড়া বিপুল সংখ্যক ছাত্র এক বছর পরে ভর্তি হয় বলে জাতীয় মেধার অপচয় হয়।

সুতরাং নিয়মিত এবং অনিয়মিত প্রার্থীদের ভর্তির ব্যাপারে কিছুটা পার্থক্য রাখা উচিত বলে আমি মনে করি।

শেখ মোঃ শফিকুল ইসলাম,
১ম বর্ষ এম,বি,বি,এস,
ন,চি,ম।